দৈনিক বাংলা
2 JAN 1987

প্রথম আশি বছরের ইতিহাস
ঢাকা কলেজ

ড. হাবীবুর রশিদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৮৬৭ সালে এ কলেজের মোট ১২ জন ছাত্র বিএ পরীক্ষা দেয় এবং ৫ জন উত্তীর্ণ হয়। এরা হলেন কেশব নাথ, রাজমোহন দে, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শশীভূষণ ঘোষ, সিরাজুল ইসলাম ও কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার প্যারাকান্দি গ্রামের সিরাজুল ইসলাম বিএ পাশ করে সাবেক কুমিল্লা জেলার তথা ঢাকা কলেজের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরবর্তীকালে নানা বিধ জনহিতকর কাজের জন্যে সরকার কর্তৃক তিনি নবাব উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৬৬ সালে যারা এ কলেজ থেকে বিএ পাস করেছিলেন তাদের মধ্যে প্যারীমোহন বিশ্বাস ও হরিচৈতন্য ঘোষ ১৮৬৭ সালে গণিত শাস্ত্রে এমএ পরীক্ষা দেন। এবং যথাক্রমে ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে পাস করেন। তাঁরাই ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম এমএ পাস করার গৌরব যুগ্মভাবে লাভ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এমএ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালে। সে বছর কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

ঢাকা কলেজে প্রথম বিএ (সম্মান) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ সালে। এ বছর অন্যদের মধ্যে ঢাকার একটি বিশিষ্ট কাজী পরিবারের কাজী জহুরুল হকও ইংরেজীতে সম্মানসহ বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ২য় শ্রেনী পান। উল্লেখ্য যে ঢাকা শহরের এবং ঢাকা কলেজের মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সম্মানসহ বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৯৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র ঢাকা কলেজ থেকে ইংরেজী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেন। তাঁর আগে এ কলেজ থেকে আর কেউ এ সম্মান লাভ করেননি। উত্তরকালে কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি এ দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম এমএ পাস করেন নাজিরুদ্দিন আহমদ। ১৯০৬ সালে তিনি ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর প্রথম রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন।

১৯০৮ সালে ঢাকা কলেজ বুড়িগঙ্গার তীর থেকে রমনার কার্জন হলে স্থানান্তরিত হয়। সে প্রসঙ্গ পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে)। ১৮৪১ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ পদযাত্রা। কত কীর্তিমান ছাত্র যে এ যাত্রায় কলেজের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন তাঁদের নাম বলে শেষ করা যাবে না। এসব স্মরণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ফরিদপুর জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট জনাব ফজলুল করিম (বিএল, ১৮৮০, ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।) বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের পিতামহ নোয়াখালী জেলার ফজলুল করেম (বিএ ১৮৮৪, এবং বিএল ১৮৮৫ মুন্সিফ।) নোয়াখালীর আবদুল মজিদ (বিএ ১৮৮৪) নোয়াখালীর খানবাহাদুর বজলুর রহিম (বিএ ১৮৮৫, বিএল ১৮৮৭) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী (ফারসীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বিএ, ১৮৮৬, প্রথম শ্রেণীতে এমএ ১৮৮৯), আবদুল ওয়াজেদ, (বিএ ১৮৮৬ এবং বিএল ১৮৯১) বরিশালের প্রখ্যাত জননেতা খানবাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমদ (বিএ ১৮৮৬) হিম্মত আলী (বিএল ১৮৮৬, ঢাকায় ওকালতী করতেন) মোহাম্মদ হাসান (বিএ ১৮৮৮) এ এস এইচ হোসেন, মোহাম্মদ জহীর ও জহুর আলম (বিএ ১৮৯১) আবদুল আজিজ ও আলতাফ হোসেন (বিএ ১৮৯৩) ঢাকা শহরের বিশিষ্ট জমিদার খান বাহাদুর কাজী আলাউদ্দিন আহমদ ও সামসুজ্জোহা (বিএ ১৮৯৫) আলী আকবর ও আল মামুন (বিএ ১৮৯৬) শরাফত আলী খান (বিএ ১৮৯৭) ডক্টর স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী (ইংরেজীতে অনার্সসহ বিএ এবং আরবীতে প্রথম শ্রেণীতে এমএ পাস করেন ১৮৯৮ সালে। উল্লেখ্য মুসলমানদের মধ্যে তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পিএইচডি করার সম্মান অর্জন করেন) আবু আহমদ, আবুল ফজল, হামদুর রহমান ও মোহাম্মদ আকবর আলী (বিএ ১৮৯৮) এম এ মজিদ, আবদুর রহমান মহমুদ ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের সৈয়দ আবদুল লতিফ (বিএ ১৮৯১) আবদুল মওয়াইদ খান ও আলী আসগর (বিএ ১৯০০) সিলেটের খান সাহেব মৌলবী আলাউদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বিএল, ১৯০৮) প্রমুখ।

এ পর্বের কলেজের ছাত্রসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ১১০ জন। ১৮৮৭ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৩ জনে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে ১১৭ জন ছিল হিন্দু এবং ৬ জন ছিল খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। ১৮৬৮ সালে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৬ জনে এবং ১৮৬৯ সালে ১৩৮ জনে। ১৮৭০ সালে এ সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ১১৭ জনে দাঁড়ায়। ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে অধ্যক্ষের প্রতিবেদনে বলা হয় যে সে বছর একজন প্রফেসরের কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়া এবং কলকাতার কলেজগুলোতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাওয়াই ছিল এর প্রধান কারণ।

১৮৭০ সালের ১১৭ জন ছাত্রের অভিভাবকদের পেশা ভিত্তিক পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপঃ

জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীভুক্ত ২৪, ব্যবসা সংক্রান্ত শ্রেণী ভুক্ত ৮, বিভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণীভুক্ত ১২, সরকারী কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত ৪০, দোকানদার শ্রেণীভুক্ত ৩ অন্যান্য শ্রেণী

১৮৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষে মোট ৪৩ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ১, ১৮৬০-৬১ সালে ৭৬ জনের মধ্যে ছিল ২, ১৮৭১-৭২ সালে ১৯২ জনের মধ্যে ছিল ২ জন।

বস্তুত ১৮৪০ সাল থেকেই কলেজীয় শিক্ষার গুরুতর প্রতি

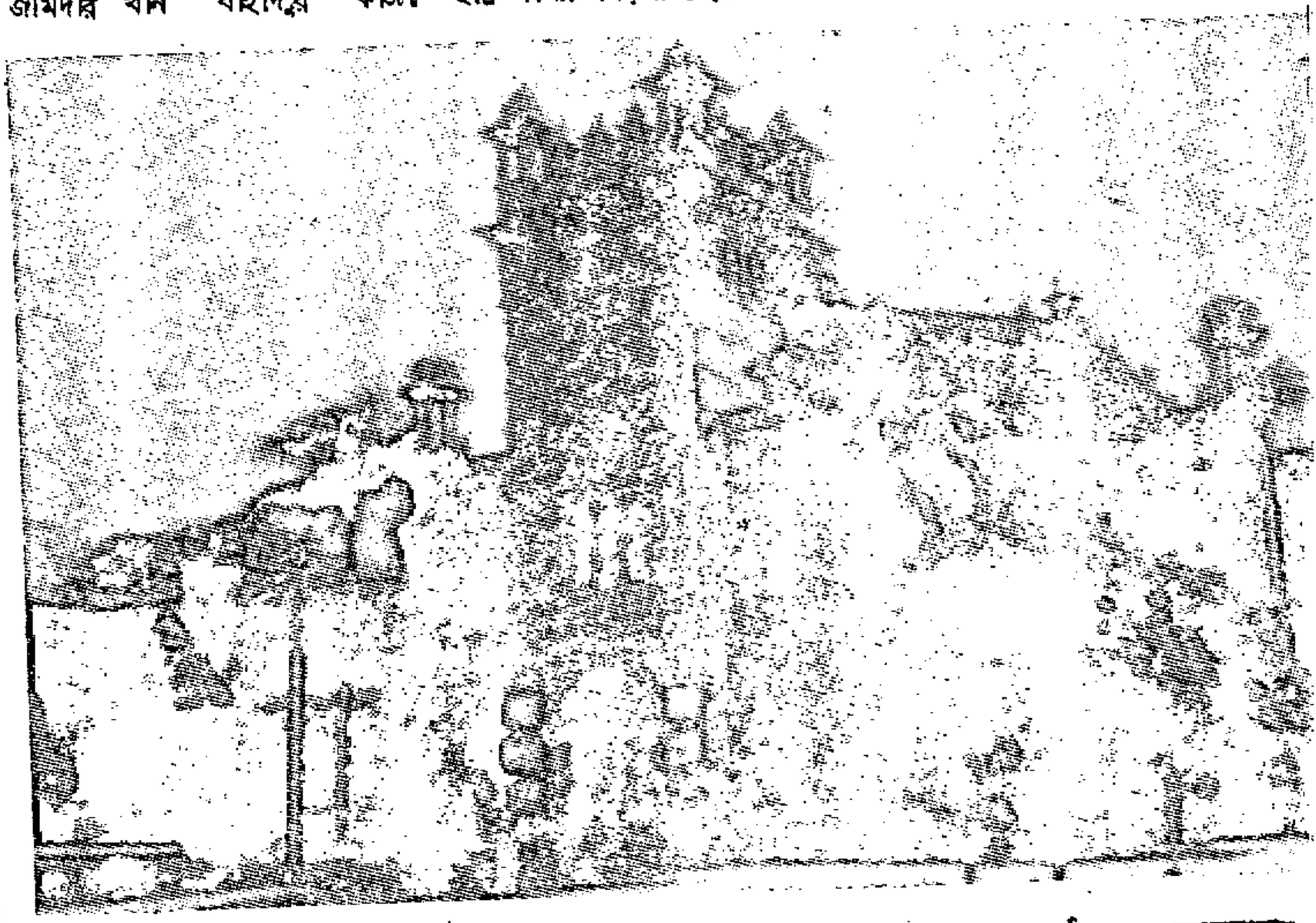

১৯০৮ সালে ঢাকা কলেজ কার্জন হলে স্থানান্তরিত হয়

ছবি : কামরুজ্জামান

মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃ আকৃষ্ট হয়। ১৯০০ সাল পর্য কলেজের ছাত্রদের যে পরিসংখ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সে সময়ের মধ্যে মোট ২০ বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্র এ কলে থেকে বিএ পাস করেছিল।

১৮৬৮ সালে কলেজে বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাক ১৮৪১ থেকে ১৯০৮ সালের. একজন সিভিল সার্জন ও ১৯ প্রবীণ শিক্ষাবিদ কলেজে অধ্যে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮ সালে কলেজ স্থাপিত হলে জে আয়ারল্যান্ড-এর প্রথম অ নিযুক্ত হন। মতান্তরে, উ মহাদেশখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ডঃ এ এইচ দান মতে কলেজ ভবনের নির্মাণক সমাপ্ত হয় ১৮৪৬ সালের গো দিকে এবং প্রকৃতপক্ষে কলে ক্লাস আরম্ভ হয় জুলাই মা তাঁর মতে ঢাকার তৎকাল সিভিল সার্জন ডঃ জেমস ওয়া এমডি কলেজের প্রথম ছিলেন। সম্ভবত সিভিল স সাহেব কলেজের গোড়াপত্ত সময়ে তদতিরিক্ত দায়িত্ব হি অধ্যক্ষের কাজে নিয়োজিত ছি কলেজের আদি পর্বের অধ্যক্ষ মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছি মিঃ ডব্লিউ বেনান্ড এবং বৃত্ত। এঁরা উভয়েই গণিতশা

দরিদ্র ছাত্ররা লেখাপড়া করত জায়গীর থেকে। প্রথম দিকে মুসলমান ছাত্র ছিল না বললেই চলে। ১৮৭১-৭২ সালেও ১১২ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিল মুসলমান। ১৮৬৮ সালে ছাত্র বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা। আর ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা ঢাকা কলেজকেই করেছিল সেনানিবাস আর সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।